দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 08 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

সম্পাদকীয়

উচ্চশিক্ষার মান ও বর্তমান প্রেক্ষিত

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বেসরকারি কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কিছু কলেজ হইতে পাস করা স্নাতকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছে। সম্প্রতি কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে যে, উচ্চশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিলেও শিক্ষার মান নিশ্চিত করা সম্ভব হইতেছে না। ইহার কারণ বহুবিধ। প্রথমত সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজগুলিতে পর্যাপ্ত শিক্ষক ও অবকাঠামোগত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নাই। অধিকাংশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এইসব শিক্ষক পার্ট টাইম বা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইয়া থাকেন। ইহাতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। ব্যতিক্রম কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বাদে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পর্যাপ্ত সংখ্যক স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগে তেমন গরজ নাই বলিলেই চলে। যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের যেমন স্থায়ী ভবন থাকা দরকার, তেমনি বেশিরভাগ শিক্ষক হইতে হইবে পূর্ণকালীন। জোড়াতালি দিয়া কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় চালাইলে উচ্চশিক্ষার মান পড়িয়া যাইবে, ইহাই স্বাভাবিক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ অনেক কলেজেও পর্যাপ্ত শিক্ষক নাই যাহা দুঃখজনক। বিসিএসের মাধ্যমে নিয়মিত ও তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যায় ডাক্তার নিয়োগ দেওয়া হইলেও এইসব সরকারি কলেজে চাহিদা অনুযায়ী ও শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হইতেছে না।

উচ্চশিক্ষার মানের অবনতির দ্বিতীয় কারণ দুর্বল ও অনাধুনিক কারিকুলাম। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যুগের চাহিদা অনুযায়ী কারিকুলাম নিয়মিত পর্যালোচনা ও সংশোধনের রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের সুনির্দিষ্ট নীতি আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনই সুনিশ্চিত করিতে পারে। অন্যদিকে সারাদেশের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজগুলি দেখভালের দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর পড়িলেও যে উদ্দেশ্য লইয়া নব্বই দশকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা শুরু হইয়াছিল, তাহা হইতে এই প্রতিষ্ঠান যোজন যোজন দূরে রহিয়াছে। সেশনজট কমানো অন্যতম উদ্দেশ্য থাকিলেও খোদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখন এই সমস্যার ভারে ন্যুব্জ। সেখানে সিলেবাস ও কারিকুলাম সংস্কারের সময় কোথায়? তাহাছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকেও আজ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কাজের পরিধি বাড়িলেও সেই মোতাবেক নিয়োগ দেওয়া হয় নাই জনবল। গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এই সংক্রান্ত ইত্তেফাকের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত দুই হাজারেরও বেশি কলেজ সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে একটি দুরূহ কাজ। এইজন্য অনেকে বিভাগীয় পর্যায়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা স্থাপন ও কার্যক্রম সম্প্রসারণ করিবার পক্ষপাতী। মনে রাখিতে হইবে, বর্তমানে স্নাতক পর্যায়ে দেশের মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৪৮ শতাংশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহে অধ্যয়নরত। এইসব শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়া সরকারের কোন ভাবনা না থাকিলে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন অসম্ভব।

এতদ্ব্যতীত আমরা মনে করি, বাংলাদেশের পাবলিক ও প্রাইভেট উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি একই হওয়া উচিত। কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নেও সমন্বয় থাকা দরকার। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি কোর্স শিক্ষকের পাশাপাশি বাহিরের শিক্ষক দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে তাহা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও কেন সমানভাবে প্রযোজ্য হইবে না? সর্বোপরি উচ্চশিক্ষার মান বাড়াইতে হইলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার অনিয়ম, দুর্নীতি ও দলাদলি বন্ধ করিতে হইবে। শিক্ষক নিয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য যাহাতে ব্যাহত না হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিতে নিজ দলীয় ও আদর্শের শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে ভোটব্যাংক বাড়ানো। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা খাতে বাজেট বরাদ্দ করিতে হইবে নতুবা ভাল শিক্ষক পাওয়া যাইবে না রাতারাতি। আজকাল বিদেশি স্কলারশিপ প্রদানে শিক্ষকদের চাইতে সরকারি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে অনেক ক্ষেত্রে। ইহা মোটেও কাম্য নহে। চার বৎসর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি করিবার পর মাস্টার্সের লেখাপড়া কেবলই মেধাবী ও সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারণ করিতে পারিলে স্নাতক পর্যায়ে মান বৃদ্ধিরও একটি মোক্ষম সুযোগ লাভ করা সম্ভব হইবে। যাহা হউক; গত মেয়াদে সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। এইবার উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে নূতন সরকার সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমরা আশা রাখি।